দুই ঘন্টা বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট, ভেতরে আটকা অসংখ্য ক্রেতা

কুষ্টিয়ায় দোকান বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগে মৌ ফ্যাশান নামে এক দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও সরকারি নির্দেশনা না মানায় বিভিন্ন দোকান মালিককে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া মার্কেটে অবস্থিত মৌ ফ্যাশন নামক তিন তলা বিশিষ্ট বস্ত্রবিতানের ভিতরে অসংখ্য ক্রেতা ঢুকিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এমন অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়েই সেখানকার ২১ জন কর্মচারী, মালিক ও অসংখ্য ক্রেতা সহ তিন তলার প্রতিটি দরজায় বাহিরে থেকে তালা লাগিয়ে দোকানের অপর একজন মালিক পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকার পর দোকান মালিক সমিতির নেতাদের সাথে করে সেই দোকান মালিক এসে দোকান খুললে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন দোকানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে পড়া অসংখ্য ক্রেতা সাধারন। তাদেরকে প্রায় দুই ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করা হয়।

এমন অমানবিক কার্যক্রম ও সরকারি আদেশ অমান্য করে গণজমায়েত করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দোকান মালিককে দন্ডবিধি, ১৮৬০ আইন এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন শপিংমল, বস্ত্রবিতান ও কসমেটিকস

সামগ্রীর দোকানে করোনা বিস্তারোধকল্পে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণে ভোর ৬ টা হতে এই অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ জন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে আরও ২৪ হাজার টাকা সহ মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঈদে ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামে যাওয়া যাবে: র্যাব প্রধান

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে রাজধানী থেকে গ্রামের বাড়ি যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। যে কেউ চাইলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপনে গ্রামের বাড়ি যেতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিবহন থাকতে হবে। কোনো ধরনের গণপরিবহনে যাতায়াত করা যাবে না বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শুক্রবার সকালে আসন্ন ঈদুল ফিতর ও চলমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গৃহীত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি একথা জানান।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে যে কেউ ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া আসা করতে পারবেন। তবে কোনোভাবেই গণপরিবহনে যাতায়াত করা যাবে না।

ঈদের আগে হঠাৎ ব্যক্তিগত গাড়িতে চলাচল স্বাভাবিক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত যথাযথ কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমরা পালন করছি। সরকার হয়ত যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছে। তবে গণপরিবহণ তো চলছে না। যারাই ঢাকার বাইরে যাচ্ছেন বা আসছেন অবশ্যই স্বাস্থ্য বিধি মেনেই আসছেন।

ঈদের পরে ছুটি শেষে যখন মানুষ ফিরবে তখন তো আবার করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্নে ডিজি বলেন, সবাইকে আহ্বান করব সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভালো মতো ফিরবেন। গণপরিবহনে গাদাগাদি করে ফিরবেন না।

ঈদের দিনে বা আগে পরে রাজধানীর দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভিড় করা যাবে না। ঈদের জামায়াতে স্বাস্থ্যবিধি বা সরকারি নির্দেশনা মানা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি রাখবে র্যাব। যুগান্তর

হাসপাতালে করোনা রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাও পাচ্ছেন না: রিজভী

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাসেবাও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কোনো বেড পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চিকিৎসার জন্য মানুষ হাহাকার করছে। মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না। যদি করোনা পজিটিভ হয় কোথায় চিকিৎসা নেবে তারা? হাসপাতালে বেড নাই, কোনো চিকিৎসা নাই-কিচ্ছু নাই। সরকার ফ্লাইওভার করেছে কিন্তু একটা হাসপাতালেও নির্মাণ করে নি। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার সেটা দেয় নি।

রিজভী বলেন, সরকার উন্নয়ন দেখাচ্ছে। এসব করে আপনার নেতাকর্মীদের পকেট ফুলতে ফুলতে্ একেবারে বেলুনের মত করে দিয়েছেন।মানে টাকা এত বেশি পকেটে ঢুকেছে-বেলুনের মত। মানুষ যেখানে বাঁচবে, জনগন যেখানে বাঁচবে।তাদের রোগে-শোকে ভোগলেও ন্যুনতম একটা চিকিৎসার

ব্যবস্থা সরকার করেনি। করোনায় আক্রান্ত হলে অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। সেই অক্সিজেন সিলিন্ডার বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন মাস্ক যেটা দরকার সেটা ৮০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মেশিনটি দরকার সেটা ৬৯ শতাংশ হাসপাতালে নেই। এভাবে দেশের মানুষ নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে(এডিপি) স্বাস্থ্যখাতে কম বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রিজভী।

রাজধানীর উত্তরার ৪৭ নং ওয়ার্ডে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এম কফিলউদ্দিনের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী উপহার বিতরণের এই অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে মহানগর উত্তরের নেতা আহসানউল্লাহ হাসান, এবিএমএ রাজ্জাক, মোতালেব হোসেন রতন, মমতাজ উদ্দিন, এফ ইসলাম চন্দন, সফুরউদ্দিন মৃধা, সাইফুল ইসলাম সরুজ, তাজুল ইসলাম, মো. মুনির, জাহিদ মাস্টার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর পূর্ব ছাত্র দলের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এ সময়ে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণসহ মহানগর পূর্বের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর দুপুরে মগবাজারে মীরবাগে ফিউচার অব বাংলাদেশের উদ্যোগে দুস্থ মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এই সময়ে শওকত আজিজ, জামাল হোসেন টুয়েল, রেজাউল হোসেন অনিক উপস্থিত ছিলেন।

রিজভী বলেন, আমরা যদি বলি সরকারি হিসাব ২৮ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত এদেশের মানুষ এবং ৪শ’ দুই মারা গেছেন। এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব। আর যারা মেডিকেল গবেষণা করে, বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, সরকার যে হিসাব দিচ্ছে তার থেকে ১০ গুন থেকে ৪০ গুন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন।

সরকার অনেক পরিসংখ্যান গুম করছেন, প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না। এটা আমার কথা নয়, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কথা। তাহলে সরকার কি করেছে? যুগান্তর

একদিনে করোনায় সর্বোচ্চ ২৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৬৯৪

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৩২ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৬৯৪ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৩০ হাজার ২০৫।

এ ছাড়া নতুন করে ৫৮৮ জনসহ মোট ৬ হাজার ১৯০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

গাংনীতে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার সহধর্মিণীর ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের অসহায় গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে ঈদ উপহার তুলে দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা ও তার সহধর্মিণী সারমিন সুলতানা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের আধারে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে অসহায় মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে ঈদ উপহার তুলে দেন।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান, করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে অসহায় কর্মহীন মানুষ গুলো কে যেন ঈদ আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হতে হয় সেই জন্যেই আমার এই উপহার।

চেয়ারম্যানের সহধর্মিণী সারমিন সুলতানা বলেন, ঈদের বাজার সহ তাদের মাংস কেনার জন্যে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তারা সুন্দর ভাবে ঈদের আনন্দ টুকু উপভোগ করতে পারেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে সাংবাদিকদের পিপিই প্রদান করলেন- এমপি

গাংনীতে সাংবাদিকদের পিপিই প্রদান করলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গতকাল বুধবার দুপুরে তাঁর নিজস্ব বাসভবন থেকে ২০ জন সাংবাদিককে এ পিপিই প্রদান করা হয়। পিপিই প্রদানকালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, বৈশিক করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আক্রান্তের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশও এ থেকে রক্ষা পায়নি। দেশের এ ক্রান্তিকালে কেবলমাত্র প্রশাসনের লোকজন, স্বাস্থ্য কর্মী এবং সাংবাদিকরা ঝুঁকি নিয়ে দেশের অসহায় মানুষের পাশে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

এরই ধারাবাদিকতায় সাংবাদিকরা সঠিক তথ্য দেশের প্রকৃত চিত্র দর্শক ও পাঠকদের উপযোগী করে তুলে ধরার জন্য সারাক্ষণ মাঠে কাজ করে চলেছেন। সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন গাংনী উপজেলার সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে পিপিই প্রদান করেন।

পিপিই পেয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। পিপিই প্রদানের জন্য এমপি সাহিদুজ্জামানকে অভিনন্দন জানিয়েছে সকল সাংবাদিকরা।

চুয়াডাঙ্গায় তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে করোনা ক্রান্তিলগ্ন ও ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির মাঝে এ উপহার বিতরণ করা হয়। যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা হাশেম রেজার সহযোগিতায় এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, মো. কলিমুল্লাহ, কনক কুমার দাস ও যুবলীগ কেন্দ্রীয় নেতা হাশেম রেজা।

এসময় যুবলীগ নেতা হামেশ রেজা বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা বরাবরই অবহেলিত থেকেছে। এ কারণে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

পুলিশ সুপার বলেন, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই কর্মহীন মানুষের পাশে রয়েছে। বিভিন্নভাবে সমাজের নানা শ্রেণির মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্টির পাশেও দাঁড়িয়েছি।

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন ৩ করোনা রোগী শনাক্ত

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ পিসিআর ল্যাব থেকে কুষ্টিয়ার ৭০

টি নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৬৭টি নেগেটিভ ও ৩টি পজেটিভ।

৩ টির মধ্যে একজন কুষ্টিয়া দৌলতপুরের পূর্বেসনাক্ত যার পুনরায় পরীক্ষার (জবঃবং◌ঃ) রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। বাকীঁ দুই জন রোগীর কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের কোলদিয়ার গ্রামের বাসিন্দা (১৫ বছর) এবং অপরজন কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ার বাসিন্দা (৬৬ বছর)।

আক্রান্ত দুইজনই পুরুষ। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় মোট ৩০ জন করোনা রোগী শনাক্ত হল। উপজেলা ভিত্তিক রোগী- দৌলতপুর ১২, ভেড়ামারা ২, মিরপুর ৬, কুষ্টিয়া সদর ৩, কুমারখালী ৬, খোকসা ১।

কুষ্টিয়ায় ঐতুবৃ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পক্ষ থেকে ঈদ বস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ায় ঐতুবৃ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পক্ষ থেকে ঈদ বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়া মিলপাড়া এলাকায় এসব ঈদ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।

ঐতুবৃ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের উদ্যোগে অত্র এলাকার প্রায় দুই হাজার জনের মাঝে ঈদ সামগ্রী উপহার হিসেবে শাড়ী ও লুঙ্গি বিতরনের ব্যাবস্থা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঐতুবৃ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের সন্মানিত ব্যাবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোঃ ফজলে করিম খোকা, পৌর ১০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গোলাম মোস্তফা লাবলু, ১১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আনিস কোরাইসীসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন

করোনা পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়াবাসীকে নিরাপদ রাখতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন । গতকাল মঙ্গলবার আকস্মিক ভাবে কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে আসেন তিনি।

পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালে রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওবাইদুর রহমান, কুমারখালী পৌরসভার মেয়র সামসুজ্জামান অরুন, কুমারখালী ইউএইচএফপিও ডা: আকুল উদ্দিন, কুষ্টিয়া নেজারত ডেপুটি কালেক্টর মুসাব্বিরুল ইসলাম, কুমারখালী সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুহাইমিনু আল জিহান ও কুমারখালী অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।